বাজে বলেই বাজাও তুমি সেই গরবে
ওগো প্রভু আমার প্রাণে সকল সবে।
বিষম তোমার বহ্নিঘাতে
বারেবারে আমার রাতে
জ্বালিয়ে দিলে নূতন তারা
ব্যথায় ভরে'।

১৩ আশ্বিন, রাত্রি, শান্তিনিকেতন।

১৯

কাণ্ডারী গো, এবার যদি এসে থাক কূলে,
হাল ছাড় গো, এখন আমার হাত ধরে' লও তুলে।
ক্ষণেক তোমার বনের ঘাসে
বসাও আমায় তোমার পাশে,
রাত্রি আমার কেটে গেছে ঢেউয়ের দোলায় দুলে।

কাণ্ডারী গো, ঘর যদি মোর না থাকে আর দূরে,
ঐ যদি মোর ঘরের বাঁশি বাজে ভোরের সুরে,
শেষ বাজিয়ে দাওগো চিতে
অশ্রুজলের রাগিণীতে
ঘরের বাঁশিখানি তোমার পথতরুর মূলে॥

১১ আশ্বিন প্রভাত, শান্তিনিকেতন।

২০

মেঘ বলেছে যাব যাব, রাত বলেছে যাই,
সাগর বলে, কূল মিলেছে আমি ত আর নাই।
দুঃখ বলে, রইনু চুপে
তাঁহার পায়ের চিহ্নরূপে;
আমি বলে, মিলাই আমি, আর কিছু না চাই।

ভুবন বলে, তোমার তরে আছে বরণমালা।
গগন বলে, তোমার তরে লক্ষ প্রদীপ জ্বালা।
প্রেম বলে যে, যুগে যুগে
তোমার লাগি আছি জেগে;
মরণ বলে, আমি তোমার জীবনতরী বাই।

১১ আশ্বিন, প্রভাত, শান্তিনিকেতন।

২১

আমার সুরের সাধন
রইল পড়ে'
চেয়ে চেয়ে কাটল বেলা
কেমন করে'।
দেখি সকল অঙ্গ দিয়ে,
কি যে দেখি বলব কি এ,
গানের মত চোখে বাজে
রূপের ঘোরে।
আমার সুরের সাধন
রইল পড়ে'।

সবুজ সুধা এ ধরণীর
অঞ্জলিতে
কেমন করে' ভরে উঠে
আমার চিতে;
আমার সকল ভাবনাগুলি
ফুলের মত নিল তুলি,
আশ্বিনের ঐ আঁচলখানি
গেল ভরে'।
আমার সুরের সাধন
রইল পড়ে'॥

১৮ আশ্বিন, শান্তিনিকেতন।

২২

পুষ্প দিয়ে মারো যারে
চিনল না সে মরণকে;
বাণ খেয়ে যে পড়ে, সে যে
ধরে তোমার চরণকে।
সবার নীচে ধূলার পরে
ফেলো যারে মৃত্যুশরে
সে যে তোমার কোলে পড়ে,
ভয় কি তাহার পড়নকে।

আরামে যার আঘাত ঢাকা
কলঙ্ক যার সুগন্ধ
নয়ন মেলে দেখল না সে
রুদ্রমুখের আনন্দ।
মঙ্গল না সে নয়নজলে,
পৌঁছল না চরণতলে,
তিলে তিলে পলে পলে
ম'ল যেজন পালঙ্কে।

১১ আশ্বিন, শান্তিনিকেতন।

২৩

এবার কূল থেকে মোর গানের তরী
দিলেম খুলে।
সাগর-মাঝে ভাসিয়ে দিলেম
পালটি তুলে।
যেখানে ঐ কোকিল ডাকে ছায়াতলে
সেখানে নয়,
যেখানে ঐ গ্রামের বধূ আসে জলে
সেখানে নয়।
যেখানে নীল মরণলীলা উঠছে দুলে
সেখানে মোর গানের তরী দিলেম খুলে।

এবার, বীণা, তোমায় আমায় আমরা একা,
অন্ধকারে নাইবা কারে গেল দেখা।
কুঞ্জবনের শাখা হতে যে ফুল তোলে
সে ফুল এ নয়,
বাতায়নের লতা হতে যে ফুল দোলে
সে ফুল এ নয়।
দিশাহারা আকাশ ভরা সুরের ভুলে
সেই দিকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে॥

১১ আশ্বিন, শান্তিনিকেতন।

২৪

তোমার কাছে এ বর মাগি
মরণ হতে যেন জাগি
গানের সুরে।
যেমনি নয়ন মেলি, যেন
মাতার স্তন্যসুধা-হেন
নবীন জীবন দেয় গো পুরে
গানের সুরে।

সেথায় তরু তৃণ যত
মাটির বাঁশি হতে ওঠে
গানের মত।
আলোক সেথা দেয় গো আনি
আকাশের আনন্দবাণী
গানের সুরে॥

শান্তিনিকেতন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জৈন মতে জীবভেদ

জৈনধর্ম্ম অতি প্রাচীন ধর্ম্ম। ইহার দর্শনবিচার অসাধারণ পাণ্ডিত্য- ও গবেষণাপূর্ণ। জৈনদিগের দর্শন, সাহিত্য, ন্যায়, অলঙ্কার আদির ঔৎকর্ষ ও সর্ব্বাঙ্গীনতার প্রতি বহু পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। কর্ম্মই দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয় এবং জীবই কর্ম্মের ভোক্তা। জৈনসুধীগণ জীবতত্ত্বের কিরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। অধুনা বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ যেরূপ উদ্ভিদাদিতে চেতনা (sensation &c, ও খনিজ ধাতুতে রোগাদির (diseases &c) অস্তিত্ব ও ব্যাপকতা দর্শাইয়াছেন, জৈন মনীষীগণ খৃষ্ট শতাব্দীর বহুকাল পূর্ব্বে তদ্রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। কৌতূহলী পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইতেছি। জৈন কেবলীগণ জ্ঞানমার্গে কতদূর উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিলেন তাহা অনায়াসে উপলব্ধি হইবে, এই জন্য জীবভেদের একটি নাম-লতা (chart) নিম্নে প্রদত্ত হইল।